১৪-০১-১৮ প্রাতঃ মুরলি ওম্ শান্তি "বাপদাদা" মধুবন রিভাইসঃ ১৯-০৪-৮৩ মধুবন

সঙ্গমযুগের ঈশ্বরীয় ফল খেয়ে তোমাদের সর্বপ্রাপ্তি

আজ বাপদাদা তাঁর বাচ্চাদের সংগঠনে এসেছেন, নিজের সর্ব স্নেহী বাচ্চাদের স্নেহের রিটার্ন দিতে, মিলনোৎসব পালন করতে, স্নেহের প্রত্যক্ষ ফল এবং স্নেহের ভাবনার শ্রেষ্ঠ ফল দিতে । ভক্তিতেও ভক্ত-আত্মার রূপে তোমাদের স্নেহ আর ভাবনা ছিল , তোমরা ভক্তরূপে ভক্তি করেছিলে কিন্তু তোমাদের শক্তি ছিলনা । স্নেহ ছিল কিন্তু পরিচিতি বা শ্রেষ্ঠ সম্বন্ধ ছিলনা । তোমাদের স্নেহের ভাবনা ছিল কিন্তু অল্পকালের কামনা ভরা ভাবনা ছিল । এখনও স্নেহ আর ভাবনা আছে কিন্তু কাছের সম্বন্ধের আধারে । সর্বাধিকারী হওয়ার শক্তির এবং অনুভবের অথরিটিরও শ্রেষ্ঠ ভাবনা আছে । ভিখারীভাবের ভাবনা পরিবর্তন করে, সম্বন্ধ পরিবর্তন করে তোমাদের সর্বাধিকারী হওয়ার নিশ্চয় এবং নেশা হয়ে গেছে । এইরকম সদা শ্রেষ্ঠ আত্মাদের প্রত্যক্ষফল প্রাপ্ত হয়েছে । সবাই তোমরা প্রত্যক্ষ ফললাভের অনুভাবী আত্মা হয়েছ ? প্রত্যক্ষ ফল খেয়ে দেখেছ তোমরা ? অন্য ফল তো তোমরা সত্যযুগেও পাবে, আর এখন তো কলিযুগের অনেক ফল খেয়েছ । যেমনই হোক, সঙ্গমযুগের ঈশ্বরীয় ফল, প্রত্যক্ষ ফল যদি না খাও তবে সারা কল্পে আর খেতে পাবেনা । বাপদাদা তোমরা সব বাচ্চাদের জিজ্ঞাসা করছেন, তোমরা ঈশ্বরীয় ফল, অবিনাশী ফল, সর্বশক্তি, সর্বগুণ, সর্ব সম্বন্ধের স্নেহের রসালো ফল খেয়েছ ? তোমরা সবাই এটা খেয়েছ নাকি কেউ বাকি থেকে গেছ ? এটা ঈশ্বরীয় জাদুর ফল । যখন তোমরা এই ফল খাও তখন লোহা থেকে সোনাতেই শুধু পরিবর্তিত হও না, বরং আরও কিছু বেশি, হিরেতে পরিণত হও । এই ফল দ্বারা যে সঙ্কল্পই করো তা প্রাপ্ত হতে পারে । এটা অবিনাশী ফল অবিনাশী প্রাপ্তি । যারা এইরকম প্রত্যক্ষ ফল খায় তারা সদাই মায়ার রোগ থেকে সুস্থ থাকে । দুঃখ অশান্তি এবং সর্ববিঘ্ন থেকে সদা দূরে থাকার অমর ফল তোমরা লাভ করেছ । বাবার হওয়ার সাথে সাথে তোমরা এই শ্রেষ্ঠ ফল প্রাপ্ত করো ।

আজ, যে বিশেষ পাণ্ডব সেনারা এসেছে, বাপদাদা তাদের দেখে পুলকিত হন । এর সাথে ব্রহ্মা বাবার সমান সাথীদের সঙ্গে সদা পার্টি এবং পিকনিক করা হয় । সুতরাং,আজ, এই ঈশ্বরীয় ফল দিয়ে তোমরা পিকনিক করছ । লক্ষ্মী -নারায়ণও এমন পিকনিক করবেন না । ব্রহ্মাবাবা এবং ব্রাহ্মণদের এটা অলৌকিক পিকনিক । ব্রাহ্মবাবা তাঁর সমান সাথীদের (হমজিন্স) দেখে খুশি হন । যতই হোক, তোমাদের প্রকৃত হমজিন্স (সমান) হতে হবে । যারা প্রতি পদক্ষেপে ফলো ফাদার করে, তারা সমান সাথী অর্থাৎ হমজিন্স । এইরকম হমজিন্স হয়েছ, তাই না ? নাকি এখনও ভাবছ কি করবে, কিভাবে করবে । তোমরা ভাবনা করো নাকি অন্যকে সমান বানাও ? তোমরা সেকেন্ডে সওদা করো নাকি এখনো ভাবার সময় চাই ? সওদা করে এসেছ নাকি সওদা করতে এসেছ ? পারমিশন কে প্রাপ্ত করেছে ? সবাই তোমরা ফর্ম ভরেছিলে ? নাকি ছোট ছোট ব্রাহ্মণীদের মিষ্টি কথা বলে চলে এসেছ ? এইভাবে তোমরা অনেক মিষ্টি মিষ্টি গল্প বলো । সবার মনের পরিছন্নতা এবং চাতুরী বাপদাদার কাছে পৌঁছে যায় । নিয়মানুগ অভ্যাসের দ্বারা সওদা করে এখানে আসতে হবে । কিন্তু কেউ কেউ এখনো সওদা করতেই মধুবনে আসে । এখানে আসার আগে সওদা করার পরিবর্তে, তারা এখানে সওদা করতে আসে এবং এই কারণে বাপদাদা কোয়ান্টিটিতে কোয়ালিটি দেখেন । কোয়ান্টিটির বিশেষত্ব এর নিজের এবং কোয়ালিটির বিশেষত্বও এর নিজের । দুটোই প্রয়োজন । পুষ্পস্তবক সুন্দর কেননা রঙবেরঙের নানাপ্রকার ফুলে সাজানো । যদি পাতা না থাকে তবে ফুলের স্তবকও শোভনীয়

হবেনা । অতএব, তোমরা সবাই হ'লে বাপদাদার ঘরের শৃঙ্গার, সবার মুখ থেকে 'বাবা' শব্দ তো বার হয় । বাচ্চারা ঘরের শৃঙ্গার হয় । এখনও দেখ ওম্ শান্তি ভবনের এই হল্ তোমরা সব বাচ্চাদের আসার কারণে কত সুন্দরভাবে সেজে উঠেছে ! সুতরাং, ঘরের শৃঙ্গার, বাবার শৃঙ্গার তোমরা সদা জ্বলজ্বল করতে থাকো । কোয়ান্টিটি থেকে কোয়ালিটিতে পরিবর্তিত হয়ে যাও । বুঝেছ তোমরা ? আজ শুধু মিলনের দিন ছিল তবুও ব্রহ্মাবাবার, তোমরা সব হমজিন্সদের পছন্দ হয়ে গেছে, এইজন্য তোমাদের সাথে পিকনিক করলেন । আচ্ছা ।

সদা ঈশ্বরীয় ফল খাওয়ার অধিকারী, সদা ব্রহ্মাবাবা সমান সেকেন্ডে সওদা করে, প্রতি কর্মে কর্মযোগী, ব্রহ্মাবাবাকে ফলো করে, এমন বাবা সমান বিশেষ আত্মাদের, চতুর্দিকের কোয়ান্টিটি এবং কোয়ালিটি বাচ্চাদের বাপদাদার স্মরণ -স্নেহ এবং নমস্কার ।

পার্টিদের সাথে অব্যক্ত বাপদাদার সাক্ষাৎকার (অধরকুমাদের সাথে):-

১) নিজেদের সারা বিশ্ব কোটির মুষ্টিমেয়'র মধ্যে আমরা -এইরকম সদা অনুভব করো ? যখনই এই কথা শোনো কোটির মধ্যে কিছু আর কিছুর মধ্যেও কেউ তখন তাদের মধ্যে নিজেকে মনে করো ? যখন প্রতি কল্পে পার্ট হুবহু রিপিট হয়, তখন সেই রিপিট হওয়া পার্টে প্রতি কল্পে তোমরাই বিশেষ হবে, তাই না ! এইরকম অটল বিশ্বাস থাকতে হবে । সদা নিশ্চয় বুদ্ধি সব বিষয়ে নিশ্চিন্তে থাকে । নিশ্চয়ের লক্ষণ নিশ্চিন্ত হওয়া । সমস্ত চিন্তা এখন সমাপ্ত । বাবা সমস্ত চিন্তার চিতা থেকে তোমাদের বাঁচিয়ে দিয়েছেন, তাই না ! চিন্তার চিতা থেকে উঠিয়ে হৃদয় সিংহাসনে বসিয়েছেন । বাবার প্রতি ভালোবাসার নিষ্ঠা তোমরা বিকশিত করেছ আর সেই ভালোবাসার আধারে নিষ্ঠার অগ্নিতে অর্থাৎ ভালোবাসার অন্তর্নিহিত শক্তির বিকাশে সব চিন্তা এমনভাবে সমাপ্ত হয়েছে যেন এটা ছিলই না । এক সেকেন্ডে সমাপ্ত হয়ে গেছে, তাই না ! এইরকম নিজেকে শুভচিন্তক আত্মা অনুভব করো ? কখনো চিন্তা থাকেনা তো ! না তনের চিন্তা, না মনে কোনো ব্যর্থ চিন্তা আর না ধনের চিন্তা, কারণ তোমাদের তো খেতে প্রয়োজন শুধু ডাল আর রুটি এবং বাবার গুণ গাওয়া । ডাল রুটি তো অবশ্যই পাবে । সুতরাং, না ধনের চিন্তা, না মনের দুশ্চিন্তা আর না তনের কর্ম ভোগের চিন্তা কারণ তোমরা জানো যে এটা অন্তিম জন্ম এবং অন্তিম সময় । সবকিছু এই সময়েই চুকিয়ে দিতে হবে, এইজন্য সদা শুভচিন্তক হও । কি হবে এমন কোনো চিন্তা তোমরা রেখোনা । তোমরা এখন জ্ঞানের শক্তি দিয়ে সবকিছু জেনে গেছ আর সব যখন জেনেই গেছ তখন 'কি হবে' এই কোশ্চেন সমাপ্ত । কারণ তোমাদের এই জ্ঞান আছে যে, যা হবে তা' সবচেয়ে ভালো হবে । সুতরাং, সদা শুভচিন্তক, সদা নিশ্চয় বুদ্ধি হয়ে সমস্ত চিন্তার ঊর্ধ্বে নিশ্চিন্ত আত্মা হও । এটাই তো জীবন । জীবনে যদি নিশ্চিন্ত না থাকো তবে সেই জীবনই কি ! এইরকম শ্রেষ্ঠ জীবন অনুভব করছ ? পরিবারের চিন্তাও নেই, তাই তো ? সব আত্মা নিজের হিসেবনিকেশ চুকিয়ে দিচ্ছে আর বানিয়েও নিচ্ছে । তাহলে তোমরা কোনকিছু কেন চিন্তা করবে ! কোনো চিন্তা নেই । আগে তোমরা চিতায় জ্বলছিলে, এখন বাবা অমৃত ঢেলে জ্বলন্ত চিতা থেকে মরজীবা বানিয়েছেন । কামাগ্নি থেকে তোমাদের বাঁচিয়ে দিয়েছেন । যেমন বলা হয় ঈশ্বর মৃতের জীবন ফিরিয়ে দিয়েছেন । সুতরাং, বাবা তোমাদের অমৃত পান করিয়ে অমর বানিয়ে দিয়েছেন । তোমরা মরা লাশের মতো ছিলে, আর এখন দেখ, তোমরা কি হয়েছ ! লাশ থেকে মহান হয়ে গেছ । আগে তোমাদের মধ্যে প্রাণ অর্থাৎ জীবন বলে কিছু ছিলনা সেইজন্য তোমাদের মৃতবৎ-ই তো বলা হবে, তাই না ! আরও দেখ তোমরা ভাষা কিরকম বলতে ! অজ্ঞানী লোকেরা বলে, মরে

যাও ! অথবা বলে আমি মরে গেলে ভালো হতো । এখন তো তোমরা মরজীবা হয়ে গেছ, বিশেষ আত্মা হয়েছ । তোমরা এই খুশিতেই আছ, তাই না ? জ্বলন্ত চিতার বদলে তোমরা অমর হয়ে গেছ । এটা কোনো ছোট ব্যাপার না ! আগে শুনে থাকবে ভগবান মৃতকেও বাঁচিয়ে দেন, কিন্তু জানতে না, তিনি এটা কিভাবে করেন । এখন বুঝতে পারো তোমরা নিজেরাই বেঁচে গেছ । সুতরাং, সদা নেশা আর খুশিতে থাকো ।

টিচারদের সাথে :- সেবাধারীদের বিশেষত্ব কি ? সেবাধারী অর্থাৎ চোখ খোলার সাথে সাথে বাবার সঙ্গে সদা বাবা সমান হওয়ার স্থিতি অনুভব করা । তোমরা যারা অমৃতবেলার গুরুত্ব জানো তারা বিশেষ সেবাধারী । বিশেষ সেবাধারীদের মহিমা হলো তারা বিশেষ বরদানের সময়কে জানে এবং বিশেষ বরদান অনুভব করে । যদি অনুভব না হয় তবে তোমরা সাধারণ সেবাধারী, বিশেষ নও । বিশেষ সেবাধারী হতে হলে এই বিশেষ অধিকার নিয়ে বিশেষ হতে পারো । যারা অমৃতবেলার এবং তাদের সঙ্কল্পের, সময়ের, সেবার মহত্ব সম্পর্কে অবহিত, তারাই বিশেষ সেবাধারী হয়ে থাকে । সুতরাং, এই মহত্বকে জেনে নিজেও মহান হও এবং অন্যকেও এর মহত্ব বুঝিয়ে, অনুভব করিয়ে মহান বানাও । আচ্ছা - ওম্ শান্তি ।

পার্সোনাল অব্যক্ত মহাবাক্য

সবকিছু সময়োপযোগী বানাও এবং সফলতা মূর্ত হও

ব্রহ্মাবাবা যেমন নিশ্চয়ের এবং রুহানী নেশার আধারে পূর্ব নির্ধারিত তাঁর নিশ্চিত ভবিষ্যতের জ্ঞাতা হয়ে সেকেন্ডে সবকিছু সফল করেছিলেন ; নিজের জন্য কোনকিছু রাখেননি, তাঁর যা কিছু ছিল সব সফল করেছিলেন । যার প্রত্যক্ষ প্রমাণ তোমরা দেখেছিলে, অন্তিম দিনেও তন দ্বারা পত্র লিখে সেবা করেছিলেন, মুখ দ্বারা মহাবাক্য বলেছিলেন । এমনকি তাঁর অন্তিম দিনেও সময়, সঙ্কল্প, শরীরকে সফল করেছিলেন । সময় অনুযায়ী কিছু উপযোগী করার অর্থই হলো শ্রেষ্ঠত্বের জন্য কিছু সফল করা । এইভাবে যারা সবকিছু সময়ের উপযোগী বানায় তারা স্বতঃই সফলতা প্রাপ্ত করে । সফলতা প্রাপ্ত করার বিশেষ আধার হলো প্রতি সেকেন্ড, প্রতিটা শ্বাস, সকল ঐশ্বর্য ভান্ডার সফল করা । সঙ্কল্প, বোল, কর্ম, সম্বন্ধ সম্পর্ক যাতেই তুমি সফলতা অনুভব করতে চাও, নিজের প্রতি বা অন্য আত্মাদের প্রতি সফল করতে থাকো । কোনকিছু ব্যর্থ হতে দিওনা, অটোমেটিক্যালি সফলতার খুশির অনুভব করতে থাকবে কারণ সফল করা অর্থাৎ বর্তমানের সফলতা মূর্ত হওয়া এবং ভবিষ্যতের জন্য জমা করা ।

সেবায় সফলতা প্রাপ্ত করার জন্য সমর্পণ ভাব আর নিশ্চিন্ত স্থিতি প্রয়োজন । সামান্যতম আমিত্বভাবও সেবায় যেন মিশে না যায় । কোনও বিষয়ে চিন্তা না হয় কারণ যারা চিন্তা করে তাদের সময়ও নষ্ট হয়, এনার্জিও ব্যর্থ হয় এবং কাজও পন্ড হয় । অর্থাৎ তারা যে কাজের জন্য চিন্তা করে সেই কাজই বিগড়ে যায় । দ্বিতীয়ত, সদা সফলতা মূর্ত হওয়ার সাধন হলো, এক বল এক ভরসা । নিশ্চয় সদাই নিশ্চিন্ত বানায় । যারা নিশ্চিত স্থিতির তারা যে কাজই করবে তাতে অবশ্যই সফল হবে । ব্রহ্মাবাবা যেমন দৃঢ় সঙ্কল্পের দ্বারা সর্বকার্যে সফলতা প্রাপ্ত করেছেন । দৃঢ়তা সফলতার আধার হয়েছিল । এইরকম ফলো ফাদার করো । সমস্ত ঐশ্বর্য ভান্ডার, গুণ এবং সর্বশক্তিকে কার্যে লাগালে সেই সবকিছুই বৃদ্ধি পাবে । সাশ্রয় করার বিধি এবং জমা করার বিধি যদি নিজের করে নিতে পারো তবে ব্যর্থতার খাতা নিজে থেকেই পরিবর্তন হয়ে সফল হয়ে যাবে । বাবা দ্বারা যা ধনভান্ডার প্রাপ্ত হয়েছে তা' দান

করো, কখনো স্বপ্নেও ভুল করে ঈশ্বরীয় প্রাপ্তি বা উপহারকে নিজের মনে কোরোনা । এই গুণ আমার, শক্তি আমার, এই আমিত্বভাব আসার অর্থ ঐশ্বর্যের ভান্ডার খুইয়ে ফেলা । নিজের ঈশ্বরীয় সংস্কারকেও যদি সময়োপযোগী করে তুলতে পারো তবে ব্যর্থ সঙ্কল্প নিজে থেকেই চলে যাবে । ঈশ্বরীয় সংস্কারকে বুদ্ধির লকারে রেখোনা । কাজে লাগাও, সফল করো । কিছু সফল করা অর্থাৎ সাশ্রয় করা বা সেটা বাড়ানো । মন্সা দ্বারা, তোমার বাণী দ্বারা, তোমার সম্পর্ক –সম্বন্ধে, তোমার কর্মে, নিজের শ্রেষ্ঠ সঙ্গতে, নিজের অতি শক্তিশালী বৃত্তি দ্বারা সফল করো । সফল করাই সফলতার চাবি । তোমার কাছে সময় এবং সঙ্কল্পের শ্রেষ্ঠ ভান্ডার আছে । সুতরাং, "কম খরচে বিশিষ্ট মহিমান্বিত" বানানোর বিধি দ্বারা এই সবকিছু সফল করো । সঙ্কল্পের খরচ কম হতে পারে কিন্তু প্রাপ্তি হতে হবে বেশি । সাধারণ ব্যক্তি যা দু'চার মিনিট সঙ্কল্প করার পরে বা ভাবনার পরে সফলতার প্রাপ্তি করতে পারে তোমরা তা' এক দু'সেকেন্ডে করতে পারো । একইভাবে তোমার বাণী এবং কর্ম, কম খরচ এবং অধিক সফলতা হলে তখনই লোকে তোমাদের চমৎকারিত্বের গীত গাইবে । সুতরাং, তোমাদের কাছে যে প্রপার্টিই আছে, সময়, সঙ্কল্প, শ্বাস, তন– মন –ধন সবকিছু সময়োপযোগী বানাও । সেইসব ব্যর্থ হতে দিওনা, আর নাই সামলে রাখো প্রয়োজনের সময় লাগবে ভেবে । জ্ঞান ধন, শক্তির ধন, গুণের ধন সবসময় আমিত্ব ভাব থেকে পৃথক হয়ে সফল করলে জমা হতে থাকবে । সফল করা অর্থাৎ শতগুণে সফলতার অনুভব করা ।

এই ব্রাহ্মণ জীবনে –

★ যারা সময়কে সফল করে তারা সময়ের সফলতার ফলস্বরূপ রাজ্যভাগ্যের ফুল টাইম অর্থাৎ পূর্ণ সময় রাজ্য –অধিকারী হয় ।

★ যারা শ্বাস সফল করে, তারা অনেক জন্ম সদা স্বাস্থ্যবান থাকে । চলতে চলতে কখনো না তাদের শ্বাস বন্ধ হবে, না তাদের হার্ট ফেলিওর হবে ।

★ যারা জ্ঞানের ভান্ডার সফল করে, তারা এমন অভিজ্ঞ এবং বিচক্ষণ হয়ে যায় যে ভবিষ্যতে উপদেষ্টাদের থেকে পরামর্শ করার দরকার পড়েনা, নিজেই বিচক্ষণ হয়ে তাদের রাজ্য শাসন করে ।

★ যারা সর্বশক্তির ভান্ডার সময়োপযোগী বানায় অর্থাৎ সেই সব শক্তি কার্যে ব্যবহার করে সে সর্বশক্তি সম্পন্ন হয়ে যায় । তাদের ভবিষ্যৎ রাজ্যে তাদের কোনও শক্তির অভাব হয়না । সর্বশক্তি স্বতঃই অখন্ড, অটল, নির্বিঘ্ন কার্যের সফলতার অনুভব করায় ।

★ যারা সর্বগুণের ভান্ডার সফল করে, তারা এমন গুণমূর্ত হয় যে এই লাস্ট সময়ও তাদের জড় চিত্র 'সর্বগুণ সম্পন্ন দেবতা' রূপে মহিমা হয় ।

★ যারা স্থূল ধনের ভান্ডার সফল করে তাদের ২১ জন্মের জন্য শ্রীবৃদ্ধি (মালামাল) হতে থাকবে । সুতরাং, সফল করো এবং সফলতা মূর্ত হও । আচ্ছা ।

বরদানঃ– 'আমার' কে 'তোমার' করে পরিবর্তনের দ্বারা সদা হাল্কা থেকে ডবল লাইট ফরিস্তা ভব

চলতে ফিরতে সদা এই স্মৃতিতে থাকো, "আমি ফরিস্তা" । ফরিস্তাদের স্বরূপ কি, বোল কি, কর্ম কি, সদা সেইসব স্মৃতিতে থাকতে হবে, কারণ তোমরা যখন বাবার হয়ে গেছ তো সবকিছু "মেরা সো তেরা "অর্থাৎ যা কিছু আমার তা' সবই তোমার করে দিয়ে হাল্কা (ফরিস্তা) হয়ে গেছ । এই লক্ষ্যকে সদা সম্পন্ন করার জন্য শুধুমাত্র একটাই শব্দ স্মরণে রাখো "সবকিছু বাবার, আমার কিছু নয় " । যেখানেই 'আমার ' শব্দ আসবে সেখানে এখন 'তোমার ' বলো, তবে আর কোনো বোঝা অনুভব হবে না, সদা উড়তি কলায় উড়তে থাকবে ।

স্লোগানঃ- বাবার কাছে নিজেকে সমর্পণ (বলিহার)করার হার (কন্ঠমালা)পরে নাও, তাহলেই মায়ার কাছে হার (পরাজিত) হবেনা ।